OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 440 - 449
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কবি বিদ্যাপতির কবিতায় বসন, পট্টবস্ত্র : মোটিফ, প্রতীক ও সৌন্দর্য রূপের অপরিহার্য অর্জন : ভারতীয় সাহিত্যের উপক্রমণিকা

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, পূর্বমেদিনীপুর
Email ID: ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Vidyapati, Clothes, Tantubaya, Tanti, Patta Bastra, Kouseya Bastra, Khouma Bastra, Nil Bastra, Rig-Veda, Ramayana, Mahabharata, Puranas, Sita Devi, Radha, Krishna, Brahma Vaivarta Purana, Aesthetics.

Abstract
On this earth the rising of true human civilization had occurred through the introduction of weaving industry. Human beings have differred themselves from other inferior creatures only for their aesthetic as well as artistic sense and feeling. The weaving artisans are known as 'Tantubay' or 'Tanti'. According to ancient Hindu mythology those wise and learned craftsmen noted as the sons of God 'Vishwakarma', had been trodden-down in society being cursed by the dominating presence of Brahmanism. This down-trodden community is at the root of human civilization. Since remote and hoary past in encient India there had been the introduction of weaving industry. We get the references of it, in the 'Rig-Veda', the 'Ramayana', the 'Mahabharata', and the 'Puranas'. Poet Vidyapati in his poetry has adorned an exquisite beauty of Radha with magnificent clothes. The major part of the poet's creation is based on clothes. Radha has beautified herself sometimes with blue-coloured clothes, sometimes with silk and again sometimes with jute fabrics. This variation of clothes has been the manifestation of Radha's innermost mind. In the first phase of culturally growing fast developed human civilization the 'Tantubaya' community had produced 'Kouseya Bastra' (jute fabrics), Khouma Bastra (fabrics made from the barks of small plants or shrubs).

The clothes of Krishna, The hero of the 'Vaishnava Padabali' is also excusitely blue. In a word the plan of clothing of the dual image of Radha Krishna is based on the idea of the Puranas. It is the clothing that has enhanced the physical beauty of both the hero and heroine in Vidyapati's poetry.

Discussion

১

মানুষের মানব হয়ে ওঠার তপস্যা ইতিহাস-পূর্ব সময় থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু সে তপস্যা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। কোন আগামীতে সে সাধন পথের অবসান হবে আমরা জানি না। আজও সে প্রচেষ্টা অব্যাহত। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ঋতপথ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাধনা-পূর্ণতর সাধনা, এর বিকল্প কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক হয়েছে শুধু তাঁর ভাষার জন্য নয়, তাঁর প্রেম সাধনার জন্য, তাঁর শিল্পচেতনার জন্য, তাঁর সৌন্দর্যবোধের জন্য। যেদিন আবরণহীন মানুষ প্রথম লজ্জা অনুভব করে, প্রথম পশুচর্ম, গাছের ছাল, লতা-পাতা দিয়ে আপন শরীর আচ্ছাদিত করেছিল, সেদিন অসংস্কৃত মানুষের তপস্যার একটা ধাপ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবীতে সভ্যতার অরুণোদয় হয়েছিল বস্ত্রশিল্পের মধ্য দিয়ে।

দু-একটি ছোটখাট জনগোষ্ঠী ছাড়া বসন অথবা বস্ত্র বা যে কোন পোশাক মানবজাতির অঙ্গাবরণ। বসন সভ্য-সংস্কৃত মানুষের প্রাথমিক পরিচয় বহন করে। ধাপে ধাপে মানুষ শীলিত-সংস্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত তপস্যা কঠিন মানব জাতির সংস্কৃত চেতনার আদর্শ প্রতীকী অভিজ্ঞান বসন বা বস্ত্র। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের স্রষ্টারা হলেন তন্তুবায় বা তাঁতি সম্প্রদায়। এঁরা হলেন শিল্পী, কারুশিল্পী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নবম সন্তানের এক সন্তান তন্তুবায় সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। আশ্চর্য সুশিক্ষিত ও শিল্পকুশল। বিচক্ষণ, অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন, অভিজ্ঞতা ও শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী সম্প্রদায় এঁরা। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নির্দেশিত পথে কর্তব্য কর্ম করতে অপারগ হয়েছিলেন এঁরা। ফলত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা অভিশাপ গ্রস্ত ও জাতিভ্রষ্ট হয়ে পতিত নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হন। পুরাণকার লিখেছেন—

"কৃতশিক্ষিতশিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ শৌনক।
পূর্ব্বপ্রাক্তনতো যোগ্যান্ বলযুক্তান্ বিচক্ষণান্।।
মালাকার - কর্ম্মকংসশঙ্খকার – কুবিন্দকান।
কুম্ভকার – সুত্রধার স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা।।
...
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ।।"[১]

আঞ্চলিকতার নিরিখে তাঁতিদের দু'টি শ্রেণি— অশ্বিনী বা আসান তাঁতি এবং বঙ্গতাঁতি। এছাড়া অবিভক্ত বঙ্গদেশ জুড়ে নানা নাম ও পদবি চিহ্নিত তন্তুবায় সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' - গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Tanti – Tantrabaya, Tantubaya, Tatwa, Tantwa, the weaver Caste of Bengal and Behar, probably a functional group developed under the pressure of the natural demand for woven cloth. … In Western Bengal the Aswini or Asan – Tanti claim to be the original stock, from which the other sub-castes have diverged. The Aswini sub-caste is very numerous, and has broken up into five subordinate endogamous groups, which appear to derive their names from particular localities."[২]

তাঁত শিল্পের প্রধান উপকরণ তুলো। কার্পাস তুলো ও শিমূল তুলো – এই দুই শ্রেণির তুলো। এর মধ্যে কার্পাস তুলোই বস্ত্র বয়নের পক্ষে অনুকূল। মধ্যযুগে তন্তুবায় বা তাঁতি সম্প্রদায় তাঁতের মাধ্যমেই বয়ন শিল্প গড়ে তুলেছেন। তাঁত চমৎকার লোকপ্রযুক্তি। তাঁত শব্দটি সংস্কৃত 'তন্ত্র' থেকে এসেছে। মধ্যযুগের তন্তুবায় সম্প্রদায় হস্তচালিত চরকা (Spinning Wheel) দিয়ে সুতো তৈরি করে কাপড় বুনতেন। তাঁতি হচ্ছেন চরকা চালক – যিনি তাঁতি বা সুতানি নামে চিহ্নিত। চরকা ভারতীয় অর্থনীতির ঐতিহ্যবাহী প্রতীক। এটি ব্যবহার করে প্রধানত তুলো বা অন্যান্য তন্তু দিয়ে সুতো তৈরি করা হয়। মধ্যযুগে ব্যবহৃত চরকা স্বনির্ভরতার প্রতীক। সেকালে বিবাহে উপঢৌকন স্বরূপ কন্যাকে যৌতুক হিসেবে চরকা দেওয়া হত। চরকা মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাংলায় অপরিহার্য অনন্য কারুশিল্প। বাংলাদেশের অত্যন্ত সমৃদ্ধ শিল্প তাঁত শিল্প। প্রাচীনকালে বর্ণভেদে বস্ত্র ব্যবহারের উপদেশ পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র ক্ষৌম (পট্টবস্ত্র বা শণের বস্ত্র), ক্ষত্রিয়ের কার্পাস এবং বৈশ্যের আবিক বা ঊর্ণ বা ঔর্ণ (লোমজ বস্ত্র)। ক্ষৌম বস্ত্র অতসী প্রভৃতি গুল্মজাতীয় বৃক্ষের ছাল থেকেও সুতো উৎপন্ন করে বয়ন করা হত। এছাড়া পাট শণ প্রভৃতি উপকরণে যে পট্টবস্ত্র বয়ন করা হত, তাও ক্ষৌম নামে অভিহিত। মহর্ষি মনু লালরঙের সুতো দিয়ে তৈরি পট এবং শণের দ্বারা নির্মিত ক্ষৌমবস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুচিত বলে জানিয়েছেন। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৮৭ সংখ্যক শ্লোকে মহর্ষি লিখেছেন—

"সর্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শানক্ষৌমাবিকানি চ।"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কৌশেয় বা কৌশিক বস্ত্র 'পট্টবস্ত্র' নামে চিহ্নিত ছিল। ঔর্ণ বা আবিক মহিষের লোম থেকে প্রস্তুত হত। আর কার্পাস তুলা থেকে যে বস্ত্র প্রস্তুত করা হত, তার নাম কার্পাস বা বাদর। আর শণ থেকে সৃষ্ট বস্ত্র হচ্ছে ক্ষৌম। একালে শণের থেকে পাটের চাষ বেশি হয়। পাটজাত বস্ত্রই পট্টবস্ত্র। প্রাচীনকালে ক্ষৌম ও কৌশেয় এই দুই বস্ত্র পরিশীলিত ও অভিজাত সমাজের বস্ত্র রূপে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। রাজপরিবারের সদস্য, বিশেষত অন্তঃপুর মহিষী, রাজমাতা, রাজনন্দিনী, রাজবধূ, নববধূ — এঁরা সকলেই ক্ষৌমবস্ত্রে সুশোভিত হয়ে মঙ্গল আলোকে দীপ্ত হতেন। রামায়ণে রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পত্নী কৌশল্যা ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করতেন। নবোঢ়া (নববিবাহিত) সীতাদেবীও তাই। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর 'রামায়ণম্' গ্রন্থের আদিকাণ্ডের ৭৭তম সর্গে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজমহিষীদের ক্ষৌমবসন পরিধানের উল্লেখ করেছেন। সীতা-উর্মিলা ও অন্যান্য রাজকুমারীরাও ক্ষৌম বসন পরেছেন। মহাকবি লিখেছেন—

"কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যশ্চন্যা রাজযোষিতঃ।
ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্ম্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্।।
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।
মঙলালাপনৈর্হৌমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ।।"[৪]

মহাকবির রামায়ণে সীতাদেবী কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করতেন। রামচন্দ্রের বনবাস গমনের পরে ভরত তাঁদের অন্বেষণ করেছিলেন। দেখেছিলেন, রামচন্দ্র ভূমিতে শয়ন করেছেন। সীতাদেবীর কৌশেয় বস্ত্রের সুতো-তন্তু মাটিতে সংলগ্ন। মহাকবি লিখেছেন—

"উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ।।"[৫]

মহাকবি ব্যাসদেবের 'মহাভারতম্' গ্রন্থের বিরাট পর্বে কৌরবপক্ষের বীরগণ দৃষ্টিনন্দন বস্ত্র পরিধান করেছেন। গ্রন্থের একষট্টি (৬১)-তম অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে, অর্জুনের নিক্ষিপ্ত সম্মোহন অস্ত্রে যখন আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চেতনাহীন, তখন অর্জুন উত্তরকে এঁদের পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেছিলেন। দ্রোণ এবং কৃপ — আচার্যদ্বয় পরেছেন শুক্লবস্ত্র। কর্ণ সুন্দর পীতবস্ত্র, অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধন নীল বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। মহাভারতকার লিখেছেন—

"আচার্য্যশারদ্বতয়োস্ত শুক্লে কর্ণস্য পীতং রুচিরঞ্চ বস্ত্রম্
দ্রৌণেশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথৈব নীলে বস্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর।"[৬]

সেকালে বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন রঙ, বিভিন্ন লতা (মঞ্জিষ্ঠা - লাল রঙ) প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিচিত্র বর্ণ বৈচিত্র্যে বস্ত্র নির্মাণ করা হত। এরপর উপকরণগত বৈসাদৃশ্য ও রঙের পার্থক্য অনুযায়ী কাপড়ের শুদ্ধিবিধান করা হত। প্রাচীনকালে বস্ত্রকে সূর্যালোকে শুষ্ক করে, হাত দিয়ে বার বার মর্দন করলেই তা শুদ্ধ হত। মৎস্যপুরাণে 'প্রতিপক্ষীয় তৃতীয়া তিথি'তে পুরুষ ঈষৎ পীতবর্ণ এবং সধবা রমণীদের সংযত হয়ে রক্তবস্ত্র বা রঙিন কাপড় পরিধানের বিধান দেওয়া হয়েছে। বিধবা রমণী ধাতু রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করবেন। আর কুমারী কন্যাদের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করার বিধান রয়েছে। পুরাণকার লিখেছেন—

"প্রতিপক্ষং তৃতীয়াসু পুমানাপীতবাসসী।
ধারয়েদথ রক্তানি নারী চেদথ সংযতা।।
বিধবা ধাতুরক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী।।"[৭]

মৎস্যপুরাণে অনঙ্গ দান ব্রতের উল্লেখ আছে। অনঙ্গ অর্থাৎ কামদেব। এই ব্রতে ব্রাহ্মণকে সূক্ষ্মবস্ত্র দানের কথা বলা হয়েছে। পুরাণকার লিখেছেন—

"সূক্ষ্মবস্ত্রং সকটকৈর্ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
কামদেবং সপত্নীকং গুড়কুম্ভোপরিস্থিতম্।।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতো, কার্পাস তুলার বস্ত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বস্ত্র। বস্ত্রকে 'তন্তু-সন্তান' বলে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ বস্ত্রকে বয়ন করা হয় বা সেলাই করা হয়। একথা ঠিকই, বস্ত্র তন্তু নিষ্পন্ন বয়নশিল্প। সমগ্র মধ্যযুগে অভিজাত সম্প্রদায়ের বস্ত্ররূপে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার সুবিদিত। কবিকুল সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণে নায়িকাকে পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত করেছেন।

২

বসন : কবি বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকে বিচিত্র বসনে শোভিত করেছেন। হতে পারে, বিদ্যাপতির বসনের বহর বেশি। সৌন্দর্যের সঙ্গে বস্ত্রের যোগাযোগ নিকটতর। সৌন্দর্য সন্ধানী কবি বিদ্যাপতি তাঁর কবিতায় বসনকে মান্যতা দিয়েছেন। কবিতায় বসন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি বৈচিত্র্য অন্বেষু কবি। রাধা কখনো নীলবস্ত্র পরেছেন। কখনো পরেছেন রেশমি শাড়ি, কখনো পট্টবস্ত্র পরেছেন। যৌবন গর্বিতা রাধা, প্রণয় পটীয়সী রাধা। কখনো বসন দিয়ে স্তনযুগলকে আবৃত করেন, কখনো যৌবনকে সুরক্ষিত রাখেন, কখনো অভিসারিণী তিনি বস্ত্র দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ করেন, কখনো শীত নিবারণ করেন। আবার যখন মিলনেচ্ছু রাধার কামনার আগুনে দেহ পুড়ে যায়, তখন বস্ত্রকে তাঁর চন্দন আগুনের মতন মনে হয়। কখনো বাতাসে তাঁর বসন আলগা হয়। রাধার নিরাভরণ দেহ যেন চকিত বিদ্যুতের সমাহার, যেন মেঘের নীচে সুবর্ণলতা। রূপ পিপাসু কৃষ্ণের মনে হয়েছে, রাধা যেন সৌন্দর্যের অশেষ ঠিকানা।

১. বাতাসে বসন আলগা হলে রাধিকার অবয়ব প্রত্যক্ষ করলেন কৃষ্ণ। মনে হল যেন নতুন মেঘের নীচে বিদ্যুতের চমক। সুন্দরীর নীল শাড়ি। তাঁর পদক্ষেপকে কবি মনে করেছেন যেন বিনা অবলম্বনে সুবর্ণলতা চলে যাচ্ছেন। রাধার অঙ্গশোভা সৌন্দর্যের বিস্ময় চিহ্ন। কবি লিখেছেন--

"সসল-পরস খসু অম্বর রে দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর-তর চমকয়ে রে জনি বীজুরী রেহ।।"[৯]

২. বিদ্যাপতির রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ আছে। তখনো দেহে মনে অপিরণত রাধা। মিলন বিমুখ তিনি। মুখকে বস্ত্রে ঢেকে রাখেন। মেঘের নীচে যেমন চন্দ্র প্রকাশিত হয় না, তেমনি নীলবস্ত্রের নীচে মুখচন্দ্র প্রকাশ পায় না। রাধা নিজের যৌবনকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন। কবি লিখলেন -

"বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ।"[১০]

৩. কাপড় - নদীতটে সন্ধ্যায় যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কখনো কখনো। যমুনার তীরে কদম্ববনে সহসা কোন এক সন্ধ্যায় কৃষ্ণের দেখা হয়েছিল রাধার সঙ্গে। মুহূর্তেই কৃষ্ণের অঙ্কশায়িনী রাধিকা। রাধার বুকের কাপড় টেনে নিয়েছিলেন কৃষ্ণ। চুম্বনরত তিনি। কবি লিখেছেন-

"উর চির হরী করে কুচ ধরী
অধর পিবএ মুখ হেরী।"[১১]

৪. শাড়ি - এই দক্ষিণ দেশের শাড়ি ছিঁড়ে গেছে। হিরার মালাও ছিঁড়ে গেল। সুতরাং হিরা হারিয়ে গেল। কামনা জর্জরিত রাধা কুলকলঙ্ককে অস্বীকার করেছেন। কবি লিখেছেন -

"ই দসিহালল দখিন চীর
হীরাধার হরাএল হীর।"[১২]

৫. রেশমি শাড়ি - পদটির বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। পদটি বাস্তবোচিত। নায়িকা কর্তৃক প্রেরিত সখীরূপে দূতী নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। অন্য কোন সখী নায়ককে সতর্ক করে দিচ্ছেন। পদটিতে বিড়াল হলেন রক্ষক। বটই (মাছ) কাপড়ে বেঁধে তেলে ছেড়ে দিয়েছে। বিড়াল তো দিনরাত সুখেই খেয়েছে। বন্ধ ঘরে সকলকে ছেড়ে ইঁদুর রক্ষক হয়েছে। মিষ্টান্ন রেশমি শাড়িতে বাঁধা। মূষিক (ইঁদুর) টুকরো টুকরো করে কেটে মিষ্টি খেয়ে নিয়েছে। কবি লিখেছেন—

ক) "বটই গরাম্বর বান্ধি পটওলহ ভানস তেলক মাঝে।
তেহি বিরল বাঁেঅঁ সুখ মুখে খাএল রাতি দিবস দুহু সাঁঝে।"[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খ) "ধেন্দুল বান্ধি পটো বাঁ ধএলহ অইসনি তুঅ পরিপাটী।
গোবরেঁ বান্ধি বীচ্ছ ঘর মেললহ একর হো এত পরিণামে।।"[১৪] ধেন্দুল (রেশমি শাড়ি)।

৬. বসন - নায়িকার সঙ্গে দূতীর কথপোকথন। রাধিকা দূতীকে বলেছেন— নিজের বসন দিয়ে, প্রিয়তম কৃষ্ণের বসন নিয়ে আসতে। দূতীর এ কেমন ব্যবহার। দূতী উত্তরে বলেছেন, তিনি গিয়েছিলেন। এবং তিনি কৃষ্ণের বস্ত্র এনেছেন।

"অপন বসন দেই উনক বসন লেই।
আয়লি কোন চরীতে।।"[১৫]

৭. সখীকে রাধিকা বলেছেন, পরিপাটি করে প্রসাধিত করে দিতে। কেননা, তিনি কৃষ্ণের কাছে যাবেন। কবি বলেছেন—

"সাজনি অবেকত দেহ অসবাস,
কাহ্নে জাএব মোহি পাস।"[১৬]

৮. কৃষ্ণ রাধাকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি অন্য কোন নারীতে আসক্ত। এখন রাধা তাঁর কাছে নিমের মত তিক্ত হয়েছেন। রাধা সোহাগ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তা বিফলে গেছে। শীতের সময়ই বস্ত্র প্রয়োজন। শীত শেষ হওয়ার পর বস্ত্র পেলে তাতে কোন উপকার হয় না। নারীর যৌবন চলে গেলে প্রণয়ে কোনো ফল হয় না। কবি লিখেছেন—

"সিত সমাপলে বসন পাইঅ
তেঁ দহু কী উপকার।"[১৭]

৯. মথুরায় দুধ বিক্রি করতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণকে দেখেছেন। মিলন কামনায় অধীর রাধার গলার হারকেও ভার মনে হচ্ছে। আর পরনের বস্ত্রকে চন্দন আগুনের মতো মনে হল। কবি লিখেছেন—

"হার ভার ভেল তহি খনে
চীর চাঁদন ভেল আগী।"[১৮]

১০. নেতের বসন - রাধা মহাদেব নন, তিনি যুবতী নারী। তিনি বাঘছাল পরিধান করেন না। পরেন নেতের বসন। বাসনা মরেও মরে না। সে কেবল যন্ত্রণাই দেয়। কবি লিখেছেন—

"বিভূতি ভুষন নহি চান্দনক রেনূ।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনূ।।"[১৯]

১১. ছেড়া কাপড় - বিদ্যাপতি রাধা কৃষ্ণের প্রণয় পদ লিখেছেন। চাইলে 'কানট' (ছেড়া কাপড়) কে না পায়, এই সামান্য বস্তুই তাঁর পরম প্রাপ্তি। কবি লিখলেন—

"ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
মগলে কানট কে নহি পাব।।"[২০]

১২. রাধার চরণে নূপূর। তাঁর উপর শাড়ি। রাধা নীল বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করলেন। তিনি অন্ধকারে পথ চলছেন। কবি লিখেছেন—

"চরণ নূপুর উপর সারী।
মুখব মেখল করে নিবারী।।"[২১]

১৩. পথে কৃষ্ণ রাধার পথ রোধ করছেন। রাধার আঁচল ধরেছেন তিনি। আঁচল ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন রাধা। নতুন শাড়ি ছিঁড়ে যাবে। রাধা কৃষ্ণকে বিবস্ত্র করতে মানা করছেন। কবি লিখেছেন -

"ছাড়ু কহ্নাইয়া মোর আঁচর হে
ফাটত নব সারী।"[২২]

১৪. অপর একটি পদে দেখা যাচ্ছে, রাধা একাকিনী হার গাঁথছেন। হঠাৎই তাঁর বুকের কাপড় খসে গেছে। কৃষ্ণ সহসা এসে পড়েছেন। শরীরের শোভা প্রকাশ পেল। রাধা উল্লাস গোপন করতে পারলেন না। কবি লিখেছেন—

"ছলিহু একাকিনি গথইতে হার।
সসরি খসল কুচ চীর অ হামার।।"[২৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৫. অপর একটি পদে দেখা যাচ্ছে, রাধার বস্ত্র হরণ করতেই সমস্ত লজ্জা দূরে গেল। প্রিয়তমের কলেবর (শরীর) রাধার বস্ত্র হল। কবি লিখলেন—

"বসন হরইতে লাজ দুর গেল,
পিয়াক কলেবর অম্বর ভেল।"[২৪]

১৬. রাধা কদম তলায় একাকিনী দাঁড়িয়ে। তিনি কৃষ্ণের পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। কৃষ্ণের বিহনে তাঁর দেহ দগ্ধ হচ্ছে। শাড়ি মলিন হয়েছে। কবি লিখেছেন—

"হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে,
ঝামরু ভেল সারী।"[২৫]

১৭. **চীর** - মিলনে বাধা ঘটার আশঙ্কায় রাধা বক্ষে চির (বস্ত্র), চন্দন এবং হার পরিধান করেননি। সেই প্রিয়তম কৃষ্ণ এখন নদী গিরি এবং সমুদ্রের ব্যবধানে চলে গেছেন। কবি লিখেছেন—

"চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা।।"[২৬]

১৮. **ধুতি** - বিদ্যাপতি শুধু বৈষ্ণব পদ লেখেননি। তিনি শিব মাহাত্ম্য কেন্দ্রিক পদ লিখেছেন। শিবের মহিমা বিষয়ক এই পদে নারদের ধুতি, লোটা এবং পাঁজি পুঁথি সব ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন মেনকা। কবি লিখেছেন—

"ধোতী লোটা পতরা পোথী।
এহো সভ লেবহ্নি ছিনাএ।"[২৭]

মানুষ যেদিন লজ্জা অনুভব করে, সেদিনই মানুষ প্রকৃত সভ্য হয়ে ওঠেন। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা দীর্ঘতর। মানুষের কবে সেই মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা সম্পূর্ণ হবে কে জানে। মনুষ্যেতর প্রাণী সৌন্দর্য সচেতন নয়। মানুষ সৌন্দর্য সচেতন। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র করেছে তাঁর সৌন্দর্য সচেতনতা। লজ্জার অনুভূতি মানুষকে সভ্য করেছে। বস্ত্র পরিধান সৌন্দর্যচর্চার পথকে প্রশস্ত করেছে। বস্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি-সভ্যতার পথে মানুষের আরো অগ্রগমন হয়েছে। নীল মেঘের মত, নীল বস্ত্র পরিহিত রাধাকে মনে হবে, তিনি বাস্তব পৃথিবীর কোন রমণী নন। চেনা ভৌগোলিক পরিসরে তাঁকে মানায় না। বিদ্যাপতির বসন পরিহিতা রাধা সত্য সত্যই অপার্থিব সৌন্দর্যের দীপাধার।

সৈফুদ্দিন চৌধুরী তাঁর 'Aspects of material and Folk culture in Bangladesh' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "In this connection reference may be made of the use of dhotis and Saris. Men wearing dhoti hardly reaching below the knee and often had shorter than that … The saris of women are obviously longer and generally extend to the ankle, and is found to be manipulated in much the same way as the dhoti."[২৮]

লোকশিল্পের অনেককিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের প্রয়োজন থেকে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করতে গিয়ে মানুষ সুন্দরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সাধারণ ব্যবহারিক শিল্পদ্রব্য নান্দনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

> "ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্য লোকশিল্পের উদ্ভাবন। প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করতে গিয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছে। এতে লোকমনের রঙ ও হৃদয়ের স্পর্শ লেগেছে।"[২৯]

S. Scott Littleton সম্পাদিত 'Mythology' গ্রন্থে কৃষ্ণের বসন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> "Male devotees of Vishnu sometimes dress as women in order to gain greater spiritual intimacy with the deity. Towards the end of this life, the renowned sixteenth-century mystic sri Chaitanya identified more and more strongly with Radha and regularly wore women's clothes. Mystery surrounds his death as he is said to have simply disappeared, but his followers climed he had been a full incarnation of Vishnu's eighth avatar, Krishna."[৩০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩

পট্টবস্ত্র : বিদ্যাপতি রাধার অম্বর সাধনায় সিদ্ধ কবি। রাধার সৌন্দর্যচর্চার জন্য শুধু নয়, পট্টবস্ত্রকে কবি ব্যঞ্জিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। পট্টবস্ত্র পোকায় কাটে, ঠিক তেমনি মুখের কথার দোষে শ্রেষ্ঠ প্রেম নষ্ট হয়। রাধা নীলাম্বরি শাড়ি পরিহিতা। তাঁর রূপ চন্দ্রের রূপকেও ম্লান করে দেয়। কিন্তু রাধা কখনো কখনো বসনে মুখ লুকিয়ে ফেলেন। এও নায়কের কাছে এক বিচিত্র বাস্তব সম্মত অনুভূতি। নায়িকার লজ্জা এবং বাস্তবতা সামাজিক নিয়মের নিগড়ে গভীর ভাবে প্রোথিত। মেঘ-চন্দ্র-জ্যোৎস্না-পৃথিবী-আকাশ আর পরনে নীলাম্বরি শাড়ি পরিহিতা রাধা। কবি কল্পনায় সৌন্দর্যের শাশ্বত দ্বীপভূমি। নারীর যৌবন চলে গেলে প্রেমে কি প্রয়োজন? তেমনি শীতে বসনেরই বা কি প্রয়োজন। রাধার বুকের কাপড় কখনো কখনো খসে যায়। কখনো সিক্ত বসনে স্তন যুগল আবছায়ার মত কৃষ্ণের কাছে ধরা পড়ে। অভিসারিণী রাধিকা নীল নিচোলে বৃষ্টিকে বারণ করতে পারে না। কখনো নীল শাড়ি পরিহিতা রাধার বিনা অবলম্বনে চলে যাওয়া যেন সুবর্ণলতার চলন। রাধা, তুমি তো শুধু শুধু অলংকার নও। তুমি নীলাম্বরি নও, কবি কল্পনায় তুমি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ ভুবন। রাধার বুক ঢাকার চেষ্টা, বুকের কাপড় আলতো খুলে ফেলার অনিবার্যতা - সবই শ্রীময়ী নারীটিকে জ্যোতির্ময় করার শিল্পিত রূপ-প্রয়াস।

১. রাধা কৃষ্ণের জন্য কী না করেন। ছোট ছোট মুক্তো কেনেন তিনি। পাটের সুতো দিয়ে বুনে বুনে প্রিয়তমের জন্য হার গাঁথেন তিনি। কবি লিখেছেন--

"পট সুতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি
মোরে পিয়াঞে গাথল হার।"[৩১]

২. পটোর (পট্টবস্ত্র) - প্রেমের জন্য রাধা দেবতাকেও মনে রাখতে চান না। দেবতাকে তুচ্ছ মনে করেন। আপন প্রেম অন্তরে গোপন রাখেন। কখনো অপ্রসন্ন হয়ে কথা বলতে নেই। কেন না ঝিঁঝিঁ পোকা মুখের সুখে পট্টবস্ত্র কাটে। বিদ্যাপতি ব্যঞ্জিত তাৎপর্যে পট্টবস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন। শুধু মুখের কথার দোষে অমূল্য প্রেম নষ্ট হতে পারে। কবি লিখেছেন—

"বিমুখ বুঝাএ ন করিঅএ বোল।
মুখ সুখে ধেঙ্গুর কাট পটোর।।"[৩২]

৩. কামনার শরে রাধা জর্জরিত। তিনি পরম যোগী শিব নন, যে মদনকে ভস্ম করবেন। তাঁর কপালে শিবের মত চন্দ্র নাই, তা মোতির গুচ্ছ। শিবের মত জটা নাই, যা আছে তা বেণি বিন্যাস। বেণি বিন্যাসে মালতী মালা জড়ানো, তা গঙ্গা নয়। রাধা বাঘছাল পরিধান করেন না। তিনি পরেন সাধারণ পট্টশাড়ি। রাধার রূপ এমন সুন্দর। কবি লিখেছেন—

"নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ নহ এ কপাল।"[৩৩]

৪. শিবের মহিমা বিষয়ক এই পদে শিবের সৌন্দর্য অঙ্কন করেছেন কবি। শুনেছেন শিব রথের উপর আসছেন, প্রকৃত পক্ষে তা নয়। তিনি তাঁর বুড়া বলদের উপর আসছেন। কবি শুনেছেন, তিনি পট্টবস্ত্র পরিধান করেছেন, কিন্তু তা নয়। পরম যোগী শিব পরিশীলিত সংস্কৃতির সঙ্গে যত না সম্পৃক্ত, তার থেকে বেশি আরণ্যক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ভিন্নতর পরম ভয়ঙ্কর সুন্দর-রূপ বিভূতি ভারতীয় মিথের আধারেই গড়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন—

"সুনিঐহ্নি পাটপটম্বর,
আগে দেখি ঐহ্নি ফটলে বঘম্বর।।"[৩৪]

বাংলাদেশ জলাজমির দেশ। এখানে নিম্ন জলাভূমিতে পাটের চাষ খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। পট্টবস্ত্রের প্রধান উপকরণ পাটের তন্তু। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে অভিজাত বস্ত্র হিসেবে পট্টবস্ত্র উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল।

৪

একটি পদে (পৃ. ১১৩, পদসংখ্যা — ১৫৯) দেখা যাচ্ছে, রাধিকা পাটের সুতো গেঁথে গেঁথে প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য হার তৈরি করছেন। মধ্যযুগের অন্তঃপুর নারীরাও পটবস্ত্র তৈরি করতেন। একথা ঠিক, পরিবেশ এবং মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে লোকশিল্পের উপকরণের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে স্থানিকতার উপর নির্ভর করে জাতি-বৃত্তি এবং সম্প্রদায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রেণি বিভক্ত হয়। বাংলাদেশের জল হাওয়া এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে জাতি (Caste group) এবং বৃত্তি বিভক্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। একথা ঠিক, বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী শ্রেণি বিভক্ত বাংলাদেশে নানা বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। Damodar Dharmananda Kosambi তাঁর 'Indian History' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "This inevitable concomitant of a falling density of commodity production left unsolved the fundamental technical problems of the village. The main labour supply, that of cultivators, was assured. Very few could, because of caste, skin cattle, tan the hides, or work in leather, all low occupations. Some trible people might become basket-makers, without learning how to weave cloth or spin yarn. On the other hand, not every village could support a whole guild of blacksmiths, leather-workers, or basket-weavers. The problem of indispensable techniques was critical, and unless solved, meant either collapse of the village or change to commodity production.
> The most essential village craftsman do not include the weaver or tailor, as the demand for clothing was low because of the elimate end style or dress, while cotton was not universally grown."[৩৫]

অবাঙালি কবি বিদ্যাপতি বাংলাদেশের পাটজাত উপকরণকে অবলম্বন করে চমৎকার পট্টবস্ত্রে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন তাঁর রাধাকে। সইফুদ্দিন চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

> "The dress and costumes with difference of their shapes and designs, depended largely on geographical conditions of a given area. Though the dress and costumes were regarded as the basic necessities of human life for protection from heat and cold but in course of time, also there helped to present the figures more decently or in accordance with the manners and customs of contemporary society."[৩৬]

মানবের বোধির উত্তরণ সভ্যতার অন্তঃপ্রেরণা। মানুষ হয়ে উঠেছেন অমৃতলোকের যাত্রী। তপস্যা কঠিন মানবের সাধনা তাঁকে সুন্দর করেছে, নির্মল করেছে, পবিত্র করেছে। মানুষের সংস্কৃতি চেতনা, শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টি সেই সাধনার ফলবান দ্যুতি। মানুষ জীবনকে পাথেয় করে, জীবনের পথ অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন সৌন্দর্যসাধক। ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকি রামায়ণ প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিশীলিত সমাজের চিহ্ন বহন করে। লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পরিধান সেই শীলিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। বস্ত্র হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য চিহ্ন। সেই রাজমাতা কৌশল্যা, নববধূ সীতা, রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষণ - প্রতিটি চরিত্রের পোশাক-আশাক (কৌশেয় ও ক্ষৌম বস্ত্র) সৌন্দর্যের দীপ্তি ও দ্যুতির নির্ণায়ক। বস্ত্রের নামকরণও শীলিত সভ্যতার প্রলক্ষণ চিহ্ন রেখে গেছে। মহাভারতে কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা প্রভৃতি পুরুষ চরিত্রেরা পরেছেন নানা রঙের দৃষ্টিনন্দন বস্ত্রসমূহ। ভারতবর্ষে শাস্ত্রকারেরা কুমারী, সধবা ও বিধবা রমণীদের পরিধেয় বিভিন্ন বস্ত্র সুনির্দিষ্ট করে গেছেন।

মধ্যযুগের অবাঙালি কবি বিদ্যাপতি। তাঁর রাধার পরিধেয় বস্ত্র শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না। রাধার নীলবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, রেশমি শাড়ি কৃষ্ণের হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বালায়। যৌবনের পরাগরেণুকে বসন-আবৃত করে সুরক্ষিত করেন তিনি। কবির কবিতায় বসন সৌন্দর্যচিন্তার মুক্তলোক। নায়িকার রূপনির্মাণের আবশ্যক দ্যোতনা। বসন্ত বাতাসে যখন রাধার হৃদয়ে দোলা লাগে, টলটলে যৌবন আন্দোলিত হয়, সেই প্রাকৃত রাধাকে নান্দনিক মূর্তিতে কাব্য সত্যে চিরন্তন করে তোলেন কবি। অনির্দেশ্য সৃষ্টির হাহাকার অসীম প্রেম-বেদনায় অন্তর্লীন হয়ে উঠেছে কবির কবিতায়। আর সেই তন্তুবায় সম্প্রদায়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সেই শিল্পীকুল রাধার জন্য প্রস্তুত করেছেন পট্টবস্ত্র, যাতে সুরক্ষিত তাঁর মহার্ঘ যৌবন। বিদ্যাপতি হয়ে উঠলেন সৌন্দর্যের রূপকার। রাধার খেলাঘর কবির সৃষ্ট সেই অপরূপ নন্দন কানন। তাঁর জীবন যৌবনের দিঘল ঠিকানা। ঋগ্বেদে বস্ত্র বয়নের উল্লেখ রয়েছে, সে বস্ত্র মেষের লোম দিয়ে তৈরি। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতায় প্রাচীন কাল থেকেই কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন ছিল বলে অনুমিত হয়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত আছে—

"আধীষমাণায়াঃ পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসোবায়োহবীনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ।।"[৩৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র ধৌত মানব সভ্যতার সুদূর প্রসারী পরিশীলনের ঋতপথ। বয়নশিল্প আজকের উন্নততর মানব সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশভাক, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

Reference:

১. শ্রীযুক্তপঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা), ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডম্, দশম অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১
২. H. H. Risley, Tribes and Castes of Bengal, Vol-II, Tanti, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1892, PP. 295-296
৩. মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা-৮৭, সম্পা. - মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১০৩৯
৪. মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, ৭৭ সর্গ, সম্পা. - শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৩৩
৫. পূর্বোক্ত, রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮ অধ্যায়, পৃ. ৩৪০
৬. মহর্ষি – শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্, বিরাটপর্ব (১২ খণ্ড), বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, ৬১ তম অধ্যায়, পৃ. ৫৪৪
৭. মৎস্যপুরাণম্, অধ্যায় ৬২, অনন্ত তৃতীয়া ব্রত, সম্পা.-আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২১৭
৮. পূর্বোক্ত, মৎস্যপুরাণম্, অনঙ্গদান ব্রত, ৭০ অধ্যায়, পৃ. ২৪০
৯. বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতির পদাবলী, সম্পা.- শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পদসংখ্যা – ৫, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ৬
১০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৫৯, পৃ. ৪৬
১১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭৬, পৃ. ৫৭
১২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৬৭, পৃ. ৫১
১৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৮৩, পৃ. ৬২-৬৩
১৪. পূর্বোক্ত
১৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৮৪, পৃ. ৬৩
১৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১৪৩, পৃ. ১০৩
১৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১৬১, পৃ. ১১৫
১৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ২৪১, পৃ. ১৬৯
১৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ২৪৫, পৃ. ১৭১
২০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ২৬৩, পৃ. ১৮২
২১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৩২০, পৃ. ২১৫
২২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৩৪২, পৃ. ২২৮
২৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৪৮৪, পৃ. ৩১২
২৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৪৮৬, পৃ. ৩১৩
২৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৫৪০, পৃ. ৩৪৬
২৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭২৭, পৃ. ৪৫১
২৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৮৯৮, পৃ. ৫৪৪
২৮. Saifuddin Chowdhury, Aspects of Material and Folk cultural in Bangladesh, Bangla Academy, Dhaka – 1000, First Edition – Chaitra 1409, March – 2003, P. 29-30

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর – ২০১২, আশ্বিন ১৪১৯, গতিধারা, ৩৮২ ক, বাংলা বাজার, ঢাকা – ১১০০, পৃ. ৪৮

৩০. S. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay Press, San Diego, California, 2002, P. 382

৩১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১৫৯, পৃ. ১১৩

৩২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৪২৭, পৃ. ২৭৮

৩৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭০৫, পৃ. ৪৩৯

৩৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৮৯৬, পৃ. ৫৪৩

৩৫. Damodar Dharmanand Kosambi, Indian History, Popular Prakashan, Pvt. Ltd., Mumbai, 2002, P. 336-337

৩৬. Saifuddin Chowdhury, Aspects of Material and Folk cultural in Bangladesh, Dhaka – 1000, First Edition – Chaitra 1409, March – 2003, P. 28

৩৭. ঋগ্বেদ সংহিতা, (ভূমিকা – রমেশচন্দ্র দত্ত, (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১০ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত, শ্লোক সংখ্যা – ৬, ১৩৮৫, পৃ. ৪৭২